স্ব নিয়ম-দশক

আকিঞ্চন
শ্রীললিতা প্রসাদ ঠাকুর
উলা শ্রীভক্তি বিনোদ দ্বাদশ মন্দির,
: বীরনগর, জেলা : নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীশ্রী গৌদ্রুম চন্দ্রায় নমঃ।

॥ প্রকাশকের নিবেদন ॥

এই পুস্তকখানি বৈষ্ণব জগতে একটি অপূর্ব গ্রন্থ এবং ইহা বিশুদ্ধ মতাবলম্বী প্রত্যেক বৈষ্ণবের বিশেষভাবে অনুসরণীয়। শ্রীল রতুনাথ দাস গোস্বামী রচিত এই গ্রন্থখানি ভক্ত মাত্রেরই আস্বাদনীয় ও গুরু ভজন ব্যাপারে অনুসৃত হইয়া থাকা বিশেষ আবশ্যক। সেইজন্য আমি ইহা জগতের প্রকৃত কল্যাণার্থে মদীয় পরম পুজনীয় গুরুদেব অকিঞ্চন শ্রীললিতা প্রসাদ ঠাকুরের কৃপা নির্দেশ অনুযায়ী জন সাধারণের হস্তে পরম আনন্দে অর্পণ করিতেছি। আশা করি সজ্জন মাত্রই ইহার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন এবং ইহার অপব্যবহার হইতে বিশেষ সাবধান হইবেন।

চিত্ত রঞ্জন ফার্মেসী
যশোহর—বাংলাদেশ
১৫ই আশ্বিন ১৩৭৯

দীন হীন বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রী কৃষ্ণপদ সিংহ ভক্তিভূষণ

শ্রীশ্রী গৌদ্রুম চন্দ্রায় নমঃ।

॥ ভূমিকা ॥

আমাদের কৃপা করি ভকতি বিনোদ।
মনঃ শিক্ষা কথা গেয়ে দেছেন আমোদ ॥
সেই গান গেয়ে মোরা বড় সুখ পাই।
তাতে যত শিক্ষা পাই মনে ধরি লই ॥
সেই সব আমাদের মঙ্গলের জন্য।
জানিয়াছি মোরা সবে তাহে করি মান্য ॥
রঘুনাথ দাস প্রভু, শুদ্ধ ভক্তি শিক্ষা।
নানা স্থানে রচি দিয়াছেন সব ভিক্ষা ॥
তাঁর কৃত মনঃ শিক্ষা যবে পড়িয়াছি।
তাঁহার ভজন কথা তাতে শিখিয়াছি ॥
এবে তাঁর স্বনিয়ম দশক যা হয়।
তাহে যেই সব শিক্ষা সদা ধরি রয় ॥
সেই সব যাহাতেই মোরা গানে ধরি।
তাহাই করিতে মনে সুসঙ্কল্প করি ॥
অদ্যাই এখন আমি সরল পয়ারে।
তাঁর কথা যত পারি রাখি সু আকারে ॥
রহি আমি এইক্ষণে নিজ ভক্তিভরে।
এখানে ধরিয়া দিনু সব ভক্ত করে ॥
সকল ভকত এবে গান করি রও।
ভকতি ভকত শিক্ষা এবে সবে কও ॥

শ্রীলদাস গোস্বামীর

স্বনিয়ম দশক

[মূল শ্লোকগুলির ভাব সংগ্রহে পদ্যে বিরচিত]

(১)

আমিত সঙ্কল্প ধরি তাহাতে নিয়ম করি
দশ শ্লোকে সে নিয়ম গণি
তাহা সব সুপালনে বিচ্যুত না হ'ব মনে
ইহা ধার্য্য করি তাহা মানি।
গুরুদেবে মন্ত্রে আর নামে, গৌরপদে সার
স্বরূপে অনুগ সহ রূপে
সনাতনে, গোবর্দ্ধনে রাধাকুণ্ডে, বৃন্দাবনে
মথুরা পুরীতে অপরূপে
ব্রজধামে আর ভক্তে গোষ্ঠালয় সেবা যুক্তে
এ সকল সাধিয়াই আমি
আমার পরম রতি তাহে সবে করি মতি
হউক বলিয়া হই কামী ১

(২)

কৃষ্ণ বপু মম নাথে যদি পাই অন্যব্রতে
ধাম নামে যে সবের খ্যাতি
সুজন যদিও সেথা রসাস্বাদে কহি কথা
প্রেম দান করে ধরি রতি
ক্ষণকাল জন্য ওত তথা নাহি রহিবত
উপরন্তু গ্রাম্য জন যারা
তাহাদের সহ রহি' জন্মে জন্মে কথা কহি'
ব্রজের ভুবনে রব ধরা। ২

(৩)

সদা রাধা কৃষ্ণেরিত সুঅতুল উচ্ছলিত
খেলা স্থল সম্বলিত ব্রজ
ত্যাগ করি' নাহি রব যুগল বিরহোদ্ভব
ত্রুটি নাহি করি র'ব সহ্য।
পুনঃ যদি দ্বারাপুরে যদুপতি সুআকারে
প্রৌঢ় বৈভবেই স্ফুরি' রয়
তাঁর কথা না শুনিব তাঁরে আমি না দেখিব
বিচলিত নাহি হ'ব তায়। ৩

(৪)

কিন্তু যদি রাধা তবে উন্মাদ হইয়া যবে
স্ফূর্তি করি' দ্বারকায় যায়
আর কৃষ্ণ দ্বারা সেথা আলিঙ্গনে না'শে ব্যথা
এই কথা মোর কানে ধায়
তাহ'লে উদ্ধত রতি ধরি' করি মোর গতি
ব্রজপুর হ'তে উড়ে যাব
মনাপেক্ষা দ্রুত গিয়া খগরাজে পরাজিয়া
দ্বারকায় নিপতিত হব। ৪

(৫)

অনাদিও আদি হন পটু রতি মৃদু রন
করুণাময় বা হীন হন
বৈকুণ্ঠেশাধিক হন কিম্বা নররূপী রন
যেই কোন রূপে তিনি রন
তিনি ব্রজপতি, সুত নাহি জানি অন্যকেত
তিনি গোষ্ঠে রহি' বৃন্দাবনে
জন্মে জন্মে আমারিত প্রভুবর হইয়াত
রয়েছেন হৃদে আর মনে। ৫

(৬)

বীণা যন্ত্রে মুনিগণ নিগম শাস্ত্রের মন
যে প্রবীনা গান্ধর্ব্বার গান
সর্বদাই করি' রণ যদি কেহ ধরি' মন
রণ তাকে নাহি দিয়া মান
কেবল গোবিন্দ ভ'জে দাম্ভিকতায় ম'জে
কপটি বলিয়া সে সময়
গণ্য হ'য়ে তিনি রণ' তার কাছে সেইক্ষণ
নাহি যাব মোর ব্রত হয়। ৬

(৭)

এ ব্রহ্মাণ্ডে রাধা! রাধা! ব'লে নাহি ক'রে দ্বিধা
যেবা রাধা নামে সিক্ত হন
কৃষ্ণ একা নাহি রন রাধা সহ রমমান
প্রেমেই উচ্চারি'ভজি রন
চরণ কমল তাঁর ধৌত করি বারবার
সেই জল আমি পিয়ে রব
আর তাহা শিরে ল'য়ে শুদ্ধ ভাবে সদা র'য়ে
রাধা কৃষ্ণ রসেই ভজিব। ৭

(৮)

পরিত্যাগ করি' মোরে যবে প্রিয়গণ সরে
দুঃখ পারাবারে মগ্ন হ'য়ে
এ জীবন ধরিবারে শক্তি পাব কিবা ক'রে
হিতাহিত জ্ঞান শূন্যে র'য়ে
দন্তে তৃণ কাকুতিতে যাঁচা করি তবে তাতে
স্বয়ং রাধা আমাকে এখনি
নিজ পাদপদ্মে ল'য়ে তাঁহার সমীপে তা'য়ে
লইয়া যাউন মোরে গণি। ৮

(৯)

ব্রজোৎপন্ন ক্ষীরাশন পাত্রাদি ও সুবসন
জীবন নির্ব্বাহে-বস্তু যত
দম্ভ শূন্যে রহিয়াই ব্যবহার করিয়াই
হইয়াই স্বনিয়ম গত
রাধাকুণ্ডে গোবর্দ্ধনে বসিব আনন্দ মনে
আর দেহ ত্যাগ কালে মোর
প্রিয় রাধাকুণ্ড তীরে জীবাদির সঙ্গ ধ'রে
সম্ভ্রমে রহিব করি' জোর। ৯

(১০)

লক্ষীর উপরি ভাব ফুটাতেছে যে স্বভাব
ব্রজ লক্ষ্মীগণকেও ধরি
দীপ্যমান পূর্ণ লক্ষ্মী ভাব যাহা হয় সাক্ষী
সে সবের পরাভব কারী
বপুধারী শ্রীগান্ধর্ব্বা আর যাহাতেই খর্ব্বা
কৃতি হ'য়ে কন্দর্পেরা রয়
সেই দিব্যোদ্গারী ভূত শ্রীকৃষ্ণই সমুদিত
বৃন্দাবনে রাধা কুঞ্জে ভায়
তাহাদের প্রিয়তম রূপে যে আরাধ্য মম
তাহারিত অনুগামী হ'য়ে
নির্জনে পরমাগ্রহে রহস্য প্রবাহে রহে
সেবা করি রব আমি ধেয়ে। ১০

(১১)

নিয়ম সূচক স্বীয় এই স্তোত্র বরণীয়
কোন জন দ্বারা বিরচিত
এবে কোন ব্যক্তি যবে প্রিয় যুগলেই তবে
নিজ মন করিয়া অর্পিত
সুবিশ্বস্ত ভাবে র'য়ে পাঠ করে দৃঢ় হ'য়ে
তাহে গোষ্ঠে হৃষ্ট ভাবে থাকি
তাহাতে বসতি পায় রাধাকৃষ্ণ ভজি রয়
রূপের সহিত হাসি মাখি'। ১১

।। বিবৃতি ।।

শ্রীদাস গোস্বামী রয় রাধাকুণ্ডে করি' ঘর
নিজের সঙ্কল্প যাহা ধরে
তাহা পালনের তরে নিয়ম করিয়া ব'রে
তাহা সব ব্যক্ত ইথে করে।
অনন্য শরণাপন্ন রূপে যারা হন গণ্য
তাহাদের এই দৃঢ় ভাব
মনোমধ্যে বদ্ধ রয় এই ভাবে চলি' রয়
করিয়াই তাদের স্বভাব।
তাদের শিক্ষা যত এইরূপ কথা তত
ভক্তগণ মনে হৃদে ল'য়ে
ভজন সাধনে তবে অগ্রসর হয় ভবে
নতশিরে ভক্তপদে র'য়ে।
উন্নত ভজন কথা শিখিবারে যাহা প্রথা
তাহা সব ইহাতেই পাবে
ইহাই আদর্শ জান এইসব ভাব মান
ইহা মনে লয়ে গান গাবে।
কিন্তু এতে বলি যাহা সত্য বলি' লহ তাহা
তাহা হয় ভজনের ক্রম
যেবা তবে এই পথে আসি' মাত্র ভক্ত সাথে
ভক্তি শিখে করি' পরিশ্রম
যখন শিক্ষার্থী হয় ক্রমে ক্রমে বুঝে লয়
ভকতির ক্রম ধারা যাহা

তাহাতে সাধন তার বৃদ্ধি পায় বারবার
এইভাবে শিক্ষা পেয়ে তাহা।
কিন্তু যদি মাঝে তার মনে হয় একবার
বহু শিক্ষা সে লাভ করেছে
তাহাতে অবজ্ঞা ধরে তাহা শিক্ষ কোপরে
তা'তে নিজ সর্বনাশ বাছে।
প্রথমে ভকতগণ বিধিমার্গে ধরি' মন
বিধি সব সুপালন কর
সংসারী লোকের পক্ষে জান তুমি ইহা দক্ষে
ইহাই প্রশস্ত মনে ধর।
সাধন উন্নতি সহ নাম কর অহরহ
তাহাতেই তব সিদ্ধি হবে
তাহা নাহি যেবা করে হঠাৎ মনেই ধরে
তাহার অভ্যাস যত সবে
পূর্ণরূপ হইয়াছে তাহে সেই মরিয়াছে
তাহার পতন অনিবার্য্য
তখন হইয়া থাকে অহংভাবে তবে ঝুকে
সিদ্ধিনাশ হয় তার কার্য্য।
তাহে সাবধান হবে প্রথমে ভকত সবে
অপরাধ ভ্রমে নাহি কর
নিজের ওজন বুঝে অগ্রসর হও যুঝে
পতনের পথ নাহি ধর।

সাধিতে সাধিতে যবে সে ভকত পক্ক হবে
তখনিত গুরু উপদেশে
ক্রমোন্নতি করি' রবে অনুরাগ ভাব পাবে
রবে উচ্চ ভজনের আশে।
সেইকালে এই শিক্ষা স্বনিয়ম দশকে দীক্ষা
আর মনঃ শিক্ষা কথাগুলি
হৃদয়ে ধারণ কর ভজনে উন্নতি ধর
একনিষ্ঠ পথে নিজে চলি'।
রাগানুগা ভাব যত রূপানুগা করি তত'
ভজনের প্রসারণ কর
রঘুনাথ, রূপপায় আত্ম সমর্পিয়া তায়
সুভজন সেই কালে ধর।
শ্রীদাস গোস্বামী যেথা রূগানুগ কথা সেথা
কৃষ্ণদাস কবিরাজ তায়
সেইসব কহি রয় রূপ রঘুপদে তায়
আত্ম-সমর্পিয়া নিজ রয়।
দাস গোস্বামীর শিক্ষা সর্বোচ্চ জানিবে ভিক্ষা
তাহা পেলে উচ্চ অধিকার
অবশ্য পাইবে সুখে হরিনাম গাবে মুখে
ত'রে যাবে হইতে সংসার।
কিন্তু দেখ বহু ভক্ত না হইয়া পূর্ণ শক্ত
বিধিমার্গে অবস্থান কালে

রাগমার্গ কথা শুনে নিজবস্থা নিজগুণে
নাহি বুঝে রহি মত্ত চালে
দুই মার্গ এক করি' যখন যা মনে ধরি'
মিশাইয়া উচ্চ ভাব ধরে
তখন ভজন তার গুলাইয়া একাকার
হ'য়ে তাহে বিপর্য্যয় করে।
শুদ্ধ গুরু নাহি পেলে এ অবস্থা আসে চ'লে
বিচারের অক্ষমতা ধরে
তাহা নাহি বুঝে যবে অমঙ্গল আসি তবে
তাহাতেই ত্বরা কাবু করে।
এঁচড়ে পাকিয়া সেই সদা ভ্রান্ত পথ লই'
তাহারিত সঙ্গীদের তবে
উল্টাপথে ল'য়ে যায় তাহাতেই দুঃখ পায়
ভবঘুরে হয় এই তরে।
তাহে বলি ভকতগণ সদা ধরি শুদ্ধ মন
সাধু গুরু পদাশ্রয় কর
কলি চেলা নাহি হও শুদ্ধ পথ ধরি' রও
অনন্য শরণাপত্তি ধর।
তবে আর যে সকল ভকত পাইয়া বল
রাগানুগা পথ ধরি রয়
তাহাদের তবে এই শিক্ষা মোরা যাহা পাই
দৃঢ়তর ভাব আনে তায়।

দশটি শ্লোকেই যাহা রঘুনাথ কহে আহা!
তাহা সব উচ্চ ভাবময়
তাহা সব লক্ষ্য করি' রহ তুমি মন ধরি'
এই শিক্ষা অপূর্বই হয়।
তাহার প্রথম শ্লোকে যাহা রতি কথা থাকে
ভকতগণ সদা শুদ্ধে ধ'রে
তাহাতে হইলে কামী রঘুনাথ বলে নমি'
নিজ বাঞ্ছা তাহাতেই পুরে।
গুরুদেব কথা ধরি' প্রথমেই উল্লেখ করি'
গুরুদেব রতি যেবা ধরে
সেই গুরুদেবে জানে পথ প্রদর্শক মানে
যার দত্ত মন্ত্র সে উচ্চারে।
সেই গুরু জান তুমি পরম্পরা ক্রমে নামি'
সেই মন্ত্র তার গুরু কাছে
প্রাপ্ত হ'য়ে বল পায় তা হ নিজে সিদ্ধ হয়
সিদ্ধ প্রণালীকে গুপ্তে পুছে।
গুরু পরম্পরা যেথা নাহি ধরে জান সেথা
গুরুতে অবজ্ঞা তাতে হয়
তাতে অপরাধী হ'য়ে নিজে কচু পোড়া খেয়ে
নরকের পথে সেই রয়।
মন্ত্র দিতে অধিকার নাহি হয় যার তার
মন্ত্র দাতা যবে সিদ্ধ নয়

মন্ত্র গৃহীতাকে তা'তে ফেলে পাপ নরকেতে
তেলে জলে মিশাইয়া তায়।
শুদ্ধ ভক্তি স্রোত বুঝে জগতে ক'জন যুঝে
ভাল করি' বুঝিবারে হয়
শুদ্ধ ভক্তি নাম করি' জ্ঞান কর্ম্মে মিশ্রে ধরি
মায়াবাদ বুদ্ধি তা'তে লয়।
তাহার কারণ জান এ জগতে যাহা মান
শুদ্ধ গুরু কাছে যেই জন
আশ্রয় না লয়ে রয় তার সাথে নাহি বয়
নিজে নিজে করিয়া মনন
জ্ঞান মিশ্র জন সঙ্গে মিলা মিশা করি' রঙ্গে
মনে ভাবে শুদ্ধ ভক্তি হয়
পণ্ডিতের নাম ধারী তর্কে বুদ্ধি ভ্রংশ করি'
পাণ্ডিত্যেই পণ্ড করি' রয়।
সত্য যদি ভক্তি পথে থাকে ভক্তি মনোরথে
সে জনকে সুপণ্ডিত বল
তার পদাশ্রয় কর তার শিক্ষা মনে ধর
ত্যাজি' জ্ঞানী পণ্ডিতের দল।
শুদ্ধ ভক্তি যাঁতে আছে তিনি গুরু মোর কাছে
আর তিনি পূজ্য সদা মোর
যেখানেই গোলমাল সামলাতে না পেরে তাল
অশুদ্ধের স্রোত করে জোর।

রঘুনাথ দাস তাই শুদ্ধ ভক্তে ধরিয়াই
গুর্ব্বাসনে বসি' কথা কয়
নিজে গুরুপদে র'য়ে জগতকে শিক্ষা দিয়ে
শ্রীক্ষেত্রে ও বৃন্দাবনে রয়।
স্বরূপ ও রূপ কাছে দীক্ষা শিক্ষা তার আছে
তদুপরি গৌর কৃপা পায়
চৈত্য গুরু তার সাথে রহি' তার পথে পথে
গুরুতত্ত্ব বুঝাইয়া দেয়।
এবে মন্ত্র মানে যাহা বুঝিবারে হবে তাহা
পুঁথিতে যে মন্ত্র লিখা রয়
অনেকেই পড়ি'তায় মনে করে শিখে লয়
যে মন্ত্রার্থ, তাহা মন্ত্র নয়।
পুঁথিগত বিদ্যা যাহা ভ্রম পূর্ণ হয় তাহা
যদিবা সাক্ষাতে নাহি পায়
সে কারণ শুদ্ধ গুরু হইয়াই কল্পতরু
শিষ্য কর্ণেদীক্ষা নিজে দেয়।
গুরু যবে সিদ্ধি নয় মন্ত্র বা কেমনে তায়
সিদ্ধিদান করিবারে পারে ?
সে কারণ বলি আমি যাকে তাকে ধরি তুমি
গুরু নাহি কর যারে তারে
মন্ত্রের বা কিবা রূপ গৌর পদ কি স্বরূপ
রাধাকৃষ্ণ কি সম্বন্ধ হয়

অভিধেয় কারে বলে ভক্তি ভরে কে বা চলে
প্রেম তারে কি বা করি' রয় ?
শান্ত দাস্য সখ্য আর বাৎসল্য মধুরাকার
ভাব সব কিবা রস দেয়,
শ্রবণ ও কীর্ত্তনাদি স্মরণ ও আর্চ্চনাদি
সুভক্তি লক্ষণ কিবা হয় ?
ভাবাঙ্কুর কারে বলে ভাবোন্মাদ দেখা গেলে
কার দ্বারা জগতে প্রচার
হইয়া ভকত মন শুদ্ধ করে সর্বক্ষণ,
এই সকল হয় বুঝিবার।
এ জগতে কৃষ্ণলীলা পুষ্টি করে সব বেলা
ধ'রে কিন্তু ব্যতিরেক ভাব
যবে এ জগতে থাক মন নাহি কর ফাঁক
জান ইহা কৃষ্ণের প্রভাব।
আর ইথে বিপরীত ভাব সব নহে হিত
সে কারণ ইহাতেই তবে
যাহা দেখে শুনে রও কৃষ্ণ পাদপদ্মে দাও
নিজের না কর এই ভবে।
এ জগতে ফাঁকি দিলে নাহি রবে অনাবিলে
ফাঁকি দেওয়া বুদ্ধি তব হবে
সে বুদ্ধি আশ্রয় করি' ভজিবারে অগ্রসরে
যবে যা'বে তা'তে ফাঁকি দিবে।

স্বভাব না যায় ম'লে তোমারিত সঙ্গে চলে
তোমাকেই ফাঁকিবাজ ক'রে
উন্মত্ত করিবে জোরে তুমি মিথ্যা ভাব ধরে
ঠকিবে ঠকাবে সুবিঘোরে।
সে কারণ শিক্ষা যাহা অনন্য ভাবেই তাহা
শরণাপত্তিতে সদা রয়
তাহা সব আচরিয়া যেই কোন ভাবে রঞ্চ
উন্নতি করিতে নিজে হয়।
গৌরপদ তাহে ধরা নাম সংকীর্ত্তন করা
তোমারিত আত্ম ধর্ম্ম হয়।
তাহাই করিতে শিখ গৌর শিক্ষা হৃদে লিখ
স্বরূপের পকাশ্রয়ে তায়।
স্বরূপ যা' বলিয়াছে সেই সব কথা বেছে
গৌরকেই চিন ভালমতে
গদাধরে মতি ধর স্বরূপের কথা বর
স্বরূপেই রতি কর তা'তে।
ভক্তিমার্গে শ্রীগৌরাঙ্গ দেখালেন যত রঙ্গ
স্বরূপকে সহচর ক'রে
তাহাও বুঝিয়া লও তাহার চরণে রও
আর সেই ভাব শিখিবারে
শ্রীরূপেই মতি ধর তারপদে রতি কর
রাগানুগ রূপানুগ হও

রঘুনাথ পদ ধর কৃষ্ণদাস শিক্ষা কর
ভকতি বিনোদাশ্রয় লও।
ভকতির কথা যত শিখিবারে হয় তত
তাহে সনাতন পদাশ্রয়
তোমারিত প্রয়োজন সনাতন পদ ধন
ভক্তি মার্গ তোমাকে শিখায়।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন আর ভক্তি পূর্ণ মন
মহাজনগণ হন যাঁরা
সকলকে গোবর্দ্ধনে রাধাকুণ্ডে বৃন্দাবনে
রহিবারে আজ্ঞা মনোহরা।
ব্রজে গিরি গোবর্দ্ধন আর সেই বৃন্দাবন
তোমারিত মতি শুদ্ধ করে
রাধাকৃষ্ণ পদে র'য়ে তাহারা বিকাশ পেয়ে
তোমাকেই পরানন্দে ধরে।
সেথা রাধাকুণ্ড রয় রাধারাণী বেথা তায়
কৃষ্ণ সেবা করিবার তরে
লীলা রসে মগ্ন রয় ধন্য সেই স্থান হয়
ভক্তগণ মন তা'তে ধরে
তাহে সব ভক্তগণে রহি সদা শুদ্ধ মনে
রতি করিবারে উপদেশ
বুঝিতে হইবে হেথা সদা রঘুনাথ কথা
যাহা হয় চূড়ান্ত ও শেষ।

গোপাল তাপনী কয় শ্রীমথুরাপুরী হয়
মনোরম স্থান জগতেতে
তার মধ্যে ব্রজধাম যেথা গোপী পায় রাম
যাহা ধরে ভক্তেরা মনেতে।
তাহে রতি প্রয়োজন তাহা করে ভক্ত মন
রঘু পদ অনুসরনিয়া
রঘুনাথ দাস কয় সু-শিক্ষা এ সব হয়
তাহারিত স্বনিয়ম জান
সে নিয়ম ধরিবারে যদি তব বুদ্ধি ধরে
ভজনে মাতিবে ইহা মান।
দুই তিন শ্লোক পুনঃ ব্যক্ত করি ধরি মন
বৃন্দাবন ব্যতিরেক স্থান
কভু নহে শুভপ্রদ নাহি সবে রসাস্বাদ
সে কারণ সে স্থান না জান
মহাজনগণ কয় বৃন্দাবন মনে রয়
মনে বনে এক করি মান
হৃদয় সরল কর হৃদে বৃন্দাবন ধর
সেই স্থান সর্ব্বোপরি জান।
বৃন্দাবন যে হৃদে নাই কৃষ্ণে যদি সেথা পাই
তাহে সুখ দিতে নাহি পারে
পুরীক্ষেত্রে মহাপ্রভু ইহা বলিলেন কভু
ভক্তগণ বুঝে লয় যারে

কৌমারে ভজিনু যারে সেই এবে বর।
সেইত বসন্ত নিশি সুরভি প্রবর ॥
সেই নীপ সেই আমি সংযোগ তাহাই।
তথাপি সে রেবাতট সুখ নাহি পাই ॥

শ্রীরূপ গোস্বামীবর বুঝি ইহা অতঃপর
ব্যক্তে ইহা প্রাণ খুলি ধরে
সংস্কৃতে করিয়া গান বুঝাইয়া বৃন্দাবন
কি ব্যাপার বলে ভক্ত তরে।
ভকতি বিনোদ প্রভু প্রাঞ্জল করিয়া তবু
পূনরায় বাঙ্গালা ভাষায়
অতি মনোরম করে ভক্তে ইহা দান করে

ভক্ত প্রাণ তাহাতে মাতায়।
"সেই কৃষ্ণ প্রাণনাথ কুরুক্ষেত্রে পাইনু।
সেই রাধা আমি সেই সঙ্গম লভিনু ॥
তথাপি আমার মন বংশী ধ্বনিময়।
কালিন্দী পুলিনে স্পৃহা করে অতিশয় ॥
বৃন্দাবন লীলা সম লীলা নাহি আর।
বৈকুণ্ঠাদ্যে এ লীলার নাহি পরচার ॥
ব্রজে যেই লীলা তাহে বিচ্ছেদ সম্ভোগ।
দুইত পরমানন্দ সদা কর ভোগ ॥"

রঘুনাথ দাস শিক্ষা ভক্তগণে সুপরীক্ষা
বলিয়াই এ সকল কথা

ভাল বরে বুঝি বারে হয় সদামন ধরে
দ্বিতীয় শ্লোকার্থ কহি হেথা

শ্রীদ্বারকা পূর্ণ হয় পূর্ণতর গণ্য রয়
শ্রীমথুরা ভকতের কাছে।

পূর্ণতম বৃন্দাবন জানে সদা ভক্ত মন
লীলা স্থলী যাহে সেই বাছে॥

যত যুগ্ম ভাবোৎসব সে স্থানে উদ্ভব সব
তাহার বিরহ যাহা হয়।

ভক্ত মনে ব্যথা দেয় তাহাই অসহ্য হয়
রাস লীলা নিত্য তাহে রয়॥

দ্বারকা মথুরা পুরে সেই ভাব নাহি ধরে
তাহে সেই স্থানদ্বয় জান।

ভক্ত মনঃপুত নহে ঐশ্বর্য্যেই পূর্ণ রহে
মাধুর্য্য নাহিক তথা মান॥

যেখানে মাধুর্য্য নাই কি করিব আমি তাহ
সে কারণ বৈকুণ্ঠের ভাব।

আমার মনেই তায় সুখ কভু নাহি দেয়
মাধুর্য্যের হইয়া অভাব।

চতুর্থ শ্লোকেই তাই রঘুনাথ পদেরই
জানি যদি রাধা সেথা যায়।
তবেই আমার মম উল্লাসিত সেইক্ষণ
মোর ইষ্ট বস্তু তাহে রয়॥

পুরীক্ষেত্রে গদাধর গোপীনাথ সেবাধর
টোটা গোপীনাথে যবে রহে।
গদাধর রাধাসহ গৌরকৃষ্ণ অহরহ
মোর ইষ্ট বস্তু তাহে কহে॥

শুষ্ক হৃদে বৃন্দাবন দেখি আমি অনুক্ষণ
উদয় হইতে নাহি পারে।
কেমনে যুগলমান সেখানে পাইবে স্থান
মরুভূমি সম জানি যারে॥

রাধা সেথা নাহি যায় গদ ধরে নাহি পায়
তাহা বুঝা শক্তি নাহি তার।
রাধা তত্ত্ব বুঝে যেই তার কাছে উড়ে যাই
সচ্চিদে আনন্দ ভাব সার॥

পঞ্চম শ্লোকতে তবে এই কথা বুঝি যবে
ব্রজ বিনা কৃষ্ণ মূর্ত্তি যত।
সুখ নাহি দিতে পারে হ্লাদিনী বুঝিতে নারে
যাহে গৌরকৃষ্ণ মন ধৃত॥

ষষ্ঠ শ্লোকে পরিষ্কার করি বলে যা আবার
তাহাতেই রাধা বিনা কৃষ্ণ।
কভু না ভজিবে তুমি যুগল ভজনকামী
হয়ে রবে হইয়া সতৃষ্ণ॥
রাধা বিনা কৃষ্ণ কেই যদি কেহ ভজিয়াই
ভজনের গর্ব্ব করি রহে।
দাম্ভিক কপটী সেই কপটতা আশ্রয়েই
ভজনকে পণ্ড করে তাহে।
গৌর লীলাতেই তাই গদাধর রাধা পাই
গদাই গৌরাঙ্গ সেবা তাহে।
যেবা নাহি করি রয় সেও ত দাম্ভিক হয়
কপট বলিয়া গণ্য রহে॥
সনিষ্ঠ পরি নিষ্ঠতা আবার নিরপেক্ষতা
সবে যদি শুদ্ধে নাহি রয়।
কপটতা তবে ধরি শুদ্ধ ভক্তি নাশ করি
অসৎ সঙ্গ তাহারাই হয়॥
সপ্তম শ্লোকেই তবে রাধা! রাধা! নাম রবে
কৃষ্ণসহ নাম যেবা লয়।
সে জন পবিত্র হালে পূজনীয় হয়ে চলে
দেন মোরে তাঁর পদাশ্রয়।

অষ্টম শ্লোকেই তিনি রাধারাণীকেই গণি
তাঁর পাদপদ্মে রহিবারে।
উপদেশ দেন জোরে তাঁর কথা তাহে ধরে
রহি আমি তাঁরে সেবিবারে॥
নবম শ্লোকেই পুনঃ ধরি নিজ শুদ্ধ মন
রাধা কুণ্ডে জীবনাবসান।
করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া রয়
ভক্তের সমক্ষে করি ধ্যান॥
লক্ষ্মীরা কাঁদিয়া কয় গোপীভাব কিসে পায়
দশম শ্লোকেই বুঝা যায়।
রাধাকে লক্ষ্মীরা ভজে রাধা পদ শ্রীরামজে
কৃষ্ণ সেবা তারা তাতে লয়॥
শ্রী লীলা সদা তায়ে বৈকুণ্ঠ নিবাসী হয়ে
রাসে কৃষ্ণ ভুজার্পন কথা।
ব্রজ গোপী স্কন্ধে যাহা সুপ্রসাদ ব্রজে তাহা
লক্ষ্মীরা বাসনা করে তথা॥
সেই রাধাকৃষ্ণসহ করি রস সুপ্রবাহ
কুঞ্জ মধ্যে বিলসিয়া রয়।
শ্রীরূপ মঞ্জরী সেথা করিয়াই তরে প্রথা
সেবা করি প্রিয়তমা হয়॥

তাহারিত অনুগামী হইয়াই সদা আমি
যুগলের নিত্য সেবা ধরি।
নিযুক্ত থাকিব সদা না ভাবিব অন্য কথা
আমারিত নিয়মকে বরি॥
এই সব শিক্ষা যত ভজনান্দীরা তত
মনে হৃদে গাথিয়াই লয়ে।
তাহাতেই সুভজনে সুখ পায় সর্ব্বক্ষণে
ভজনানন্দেই সদা রয়ে॥
তাহে বলি ভক্তগণ এবে ধরি শুদ্ধ মন
এই শিক্ষা পালিবার তরে।
অন্যথা না কর ইহা সূক্ষ্ম ভজনেই যাহা
পূর্ণ ভাব সদা দিতে পারে॥
রূপ রঘু পদানত ভকতি বিনোদ কেত
ললিতা প্রসাদ মূঢ় জন।
আশ্রয় করিয়া হেথা সুবিশ্বাসে সব কথা
বলিতেছে জান ভক্তগণ॥
তেরশ' চুয়ান্ন সালে পৌষ মাস সুপ্রাক্কালে
একাদশী তিথিকে ধরিয়া।
গানে অনুবাদ করি তাতে ব্যাখ্যা সুখে ধরি
সমাপিল এ পদ্য রচিয়া॥

এ ভক্ত মহাজন হইয়া প্রসন্ন মন
তারে কৃপা মন ভরি কর।
যাহাতে সে কৃপা পায় আনন্দে ভজনে রয়
হয়ে রাধা কৃষ্ণ পদ ধর ॥
ইতি স্বনিয়ম দশকের ব্যাখ্যা সহ
বাঙলা পদ্যে রচনা সম্পূর্ণ।

॥ শ্রীদাস গোস্বামীনঃ স্বনিয়ম দশকম ॥

গুরৌ মন্ত্রে নাম্নি প্রভু র শচী গর্ভজ পদে
স্বরূপে শ্রীরূপে গণযুজি তদীয় প্রথমজে।
গিরীন্দ্রে গান্ধর্ব্বা সরসি মধুপুর্য্যাং ব্রজবনে
ব্রজে ভক্তে গোষ্ঠালয়িষু পরমাস্তাং মম রতিঃ ॥ ১ ॥
ণ চাণ্যত্র ক্ষেত্রে হরিতনু সনাথেপি সুজনা
দ্রসাস্বাং প্রেম্না দধদপি বসামি ক্ষনমপি।
সমং ত্বেতদ্‌ গ্রাম্যা বলি ভির ভিতশ্বন্নপি কথাং
বিধাস্যে সংবাসং ব্রজ ভুবন এব প্রতি ভবং ॥ ২ ॥
সদা রাধা কৃষ্ণোচ্ছলদ তুল-খেলাস্থল যুজং
ব্রজং সংত্য জ্যৈতদ্‌ যুগবির হিতোপি ত্রুটি মপি!
পুনর্দ্বারা বত্যাং যদুপতি মপি প্রৌঢ় বিভবৈঃ
স্ফুরন্তং তদ্বা চাপি হিণহি চলামি ক্ষিতু মপি ॥ ৩ ॥
গতো ন্মাদৈরাধা স্ফুরতি হরিণা শ্লিষ্ঠ হৃদয়া
স্ফুটং দ্বারা বত্যামিতি যদি শৃণোমি শ্রুতিতটে
তদাহং তত্রৈবোদ্ধত মতি পতামি ব্রজ পুরাৎ
সমুড্ডীয় স্বান্তা ধিক গতি খগেন্দ্রা দপি জবাৎ ॥ ৪ ॥
অনাদি সাদির্ব্বা পটুরতি মৃদুর্ব্বা প্রতি পদ
প্রমীলৎ কারুন্যঃ প্রগুন করুণাহীন ইতি বা
মহাবৈকুণ্ঠে শাধিক ইহ নরো বা ব্রজ পতে
রয়ং সুনু র্গোষ্ঠে প্রতিজনি মমাস্তাং প্রভুবরঃ ॥ ৫ ॥

অনাদৃত্যোদ্গীতা মপি মুনি গণৈর্বৈণিক মখৈঃ
প্রবীনাং গান্ধর্ব্বা মপি চ নিগমৈস্তৎ প্রিয় তমাং।
য একং গোবিন্দং ভজতি কপটি দাম্ভিক তয়া
তদভ্যর্ণে শীর্ণে ক্ষণমপি ন যামি ব্রত মিদং॥ ৬।

ত্যজাণ্ডে রাধেতি স্ফুরদভিধয়া সিক্ত জনয়া
হনয়া সাকং কৃষ্ণং ভজতি য ইহ প্রেমন মিতঃ।
পরং প্রক্ষাল্যৈ তচ্চরণ কমলে তজ্জল মহো
মুদা পীত্বা শশ্বচ্ছিরশি চ বহামি প্রতি দিনং॥ ৭॥

পরিত্যক্তঃ প্রেয়ো জন সমুদয়ৈর্ব্বাঢ়ম সুধী
দু'রন্ধোনীরন্ধং কদনভরবার্দ্ধৌ নিপতিত।
তৃনং দন্তৈর্দষ্টা চটুভির ভিযাচেহদ্য কৃপয়া
ব্রজোৎ পন্নক্ষীরাশন বসন পত্র ত্রা ভিরহং
পদার্থৈ নির্ব্বাহ্য ব্যবহৃতি মদম্ভং সনিয়মঃ।

বসামীশাকুণ্ডে গিরি কুলবরে চৈব সময়ে
মরিষ্যে তু প্রেষ্ঠে সরসি খলু জীবাদি পুরতঃ॥ ৯॥

স্ফুবলক্ষ্মী লক্ষ্মী ব্রজ বিজয়ী লক্ষ্মী ভরলস
দ্বপুঃ শ্রীগান্ধার্ব্বা স্মর নিকর দিব্যদ্ গিরি ভৃত্তোঃ।
বিধাস্যে কুঞ্জাদৌ বিবিধ বরিবস্যাঃ সরভসং
রহঃ শ্রীরূপাখ্য প্রিয়তমজন স্যৈব চরমঃ॥ ১০

কৃতং কেনাপ্যেতন্নিজ নিয়মশং সিস্তব মিমং
পঠেদেযা বিশুদ্ধঃ প্রিয় যুগলরূপেহর্পিত মনাঃ।
দঢ়ং গোষ্ঠে হৃষ্টো বসতি বসতিং প্রাপ্য সময়ে
মুদা রাধা কৃষ্ণৌ ভজতি সহিতে নৈব সহিতঃ॥ ১১॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীস্বনিয়ম দশকং সম্পূর্ণং ॥ * ॥